রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ডিসেম্বর ২৭, ২০০৯

[বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স

ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/০১ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৫২-আইন/২০০।- Police Act, 1861 (Act V of 1861) এর Section 12 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই বিধিমালা হাইওয়ে পুলিশ বিধিমালা, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক)"আইন" অর্থ Police Act, 1861 (Act V of 1861) বুঝাইবে।

(খ) "জেলা পুলিশ" অর্থ আইনের অধীনে গঠিত জেলা পুলিশ;

(গ) "পুলিশ" অর্থ আইনের অধীনে নিযুক্ত পুলিশ;

মূল্য ঃ টাকা.৮.০০

(ঘ) "পুলিশ রেগুলেশন" অর্থ Police Regulations, Bengal, 1943;

(ঙ) "পুলিশ সুপার" অর্থ হাইওয়ে পুলিশের পুলিশ সুপার;

(চ) "বি. পি. ফরম" অর্থ পুলিশ রেগুলেশনের কোন B. P. Form;

(ছ) "মহা-পুলিশ পরিদর্শক" অর্থ আইনের অধীনে নিযুক্ত Inspector-General of Police;

(জ) " হাইওয়ে এলাকা" অর্থ কোন আইন বা আইনের ক্ষমতা সম্পন্ন কোন দলিলে অধীন অথবা উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত বা নির্ধারিত জাতীয় মহাসড়ক, মহাসড়ক অথবা আঞ্চলিক মহাসড়ক;

(ঝ) "হাইওয়ে পুলিশ" অর্থ আইনের Section 12 এর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মহা-পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক ২৩ জুলাই, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে এস, আর, ও নং-১৯৮-আইন/২০০৯ এর মাধ্যমে জারীকৃত আদেশ দ্বারা পুলিশ বাহিনীতে গঠিত "হাইওয়ে পুলিশ" ইউনিট এবং উহাতে নিযুক্ত পুলিশ ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঞ) "হাইওয়ে থানা" অর্থ হাইওয়ে পুলিশ ইউনিটের অধীন কোন থানা;

(ট) "হাইওয়ে ফাঁড়ি" অর্থ হাইওয়ে পুলিশ ইউনিটের অধীন কোন ফাঁড়ি।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, ক্ষেত্রমত, আইনে অথবা পুলিশ রেগুলেশনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। হাইওয়ে পুলিশের তত্ত্বাবধান, পরিচালনা, কর্তৃত্ব এবং অধিক্ষেত্র, ইত্যাদি।- (১) হাইওয়ে পুলিশ মহা-পুলিশ পরিদর্শকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজির পরিচালনাধীন থাকিবে।

(২) হাইওয়ে থানা বা হাইওয়ে ফাঁড়িসমূহের প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যক্রম হাইওয়ে পুলিশ ইউনিটের কর্তৃত্বাধীন থাকিবে।

(৩) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1861) এর বিধানসমূহ প্রয়োগের সুবিধার্থে হাইওয়ে থানা বা হাইওয়ে ফাঁড়ি জেলা পুলিশের যে থানার আওতাধীন সেই থানার অধিক্ষেত্রাধীন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। **হাইওয়ে পুলিশ প্রশাসনিক বিভাজন**।- হাইওয়ে পুলিশের বিভাজন হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(১) নির্ধারিত সংখ্যক অঞ্চল থাকিবে যাহার প্রতিটির দায়িত্বে একজন করিয়া পুলিশ সুপার;

(২) প্রতিটি অঞ্চলে নির্ধারিত সংখ্যক জোন থাকিবে যাহার প্রতিটির দায়িত্বে একজন করিয়া সহকারি পুলিশ সুপার;

(৩) প্রতিটি জোনে নির্ধারিত সংখ্যক হাইওয়ে থানা থাকিবে যাহার প্রতিটির দায়িত্বে একজন করিয়া পুলিশ পরিদর্শক;

(৪) প্রতিটি থানা এলাকায় নির্ধারিত সংখ্যক হাইওয়ে ফাঁড়ি থাকিবে যাহাতে অনুমোদিত পদমর্যাদার ও সংখ্যার হাইওয়ে পুলিশ থাকিবে।

৫। **হাইওয়ে থানা**।- (১) হাইওয়ে এলাকায় অবস্থিত হাইওয়ে থানা দুই বা ততোধিক ফাঁড়ি লইয়া গঠিত হইবে। (২) প্রতিটি হাইওয়ে থানার দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে উহার একটি সাইন বোর্ড থাকিবে।

(৩) প্রতিটি হাইওয়ে থানায় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং চালক ও যাত্রীদের জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য সীমিত আকারে বিশ্রামাগ্রার থাকিবে।

৬। **হাইওয়ে ফাঁড়ি**।- (১) হাইওয়ে ফাঁড়ি সংশ্লিষ্ট হাইওয়ে এলাকার সংলগ্ন স্থানে স্থাপিত হইবে।

(২) প্রতিটি ফাঁড়ির দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে উহার একটি সাইন বোর্ড ও নোটিশ বোর্ড থাকিবে।

(৩) প্রতিটি ফাঁড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রসহ চালক ও যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক পাবলিক টেলিফোন বুথ থাকিবে।

৭। **জেলা পুলিশ সংক্রান্ড় বিধি-বিধানের প্রযোজ্যতা**।- এই বিধিমালার কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিংবা বিরোধপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, জেলা পুলিশের জন্য প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান হাইওয়ে পুলিশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

৮। **হাইওয়ে পুলিশের অধিক্ষেত্র, ইত্যাদি**।- হাইওয়ে পুলিশের অধিক্ষেত্র হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(১) হাইওয়ে এলাকার মূল রাস্তা, সোলডার, ফুটপাত এবং মূল সড়কের পাদদেশ হইতে উভয় পার্শ্বে ২০ ফুট পর্যন্ত তবে মেট্রোপলিটল ও পৌর এলাকা ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে না;

(২) হাইওয়ে এলাকায় চলাচলকারী সকল প্রকারের যানবাহন, চালক, যাত্রী, ফুটপাতে চলাচলকারী এবং সকল প্রকার পণ্য পরিবহন;

(৩) হাইওয়ে এলাকায় মধ্যবর্তী সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতাধীন ব্রীজ, ফেরীঘাট, ফেরী এবং ফেরী ব্যবহারকারী;

(৪) হাইওয়ে এলাকার সংলগ্ন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সকল বাস স্টপেজ, স্টেশন, বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, পেট্রোল পাম্প, টোল প্লাজা, যাত্রী বিরতি স্থান এবং সকল প্রকার যানবাহনের জন্য পৃথক পৃথক কিংবা সমন্বিত পার্কিং লট।

৯। **হাইওয়ে পুলিশের দায়িত্ব**।- হাইওয়ে পুলিশের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(১) হাইওয়ে এলাকায় পেট্রোল ডিউটি প্রদান ;

(২) হাইওয়ে এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাসহ ট্রাফিক আইন কার্যকর করা;

(৩) হাইওয়ে এলাকায় অবস্থিত বাস বা ট্রাক টার্মিনাল, পেট্রোল পাম্প, টোল পণ্ঢাজা, যাত্রী বিরতি স্থান এবং পার্কিং লট এর শৃঙ্খলা রক্ষা করা;

(৪) হাইওয়ে এলাকায় যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা;

(৫) প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী সড়ক ব্যবহারকারীদের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ;

(৬) ট্রাফিক দুর্ঘটনা রোধ কল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা;

(৭) হাইওয়ে এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৮) হাইওয়ে এলাকায় অপরাধমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা;

(৯) হাইওয়ে এলাকায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি চলাচলকালে সুষ্ঠু যাতায়াত ও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ, তবে রুট প্রটেকশনের দায়িত্ব জেলা পুলিশের ন্যস্ত থাকিবে;

(১০) হাইওয়ে এলাকায় চলাচলকারী সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের চলাচল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশের বিশেষ শাখা এবং পুলিশ সুপারকে অবহিতকরণ;

(১১) হাইওয়ে এলাকায় স্বাভাকিভাবে মৃত্যুবরণকারীদের ক্ষেত্রে মৃত্যুদেহটি উদ্ধারপূর্বক আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করা;

(১২) হাইওয়ে এলাকায় চলাচলকারী সকল প্রকার যানবাহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং হাইওয়ে সংশ্লিষ্ট সেতু ও ফেরীতে অতিরিক্ত টোল আদায় বন্ধকরণের লক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(১৩) হাইওয়ে এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধসহ চোরাইমাল এবং মাদকদ্রব্য পরিবহনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা;

(১৪) হাইওয়ে এলাকায় চলাচলকারী সাধারণ যানবাহনে যে কোন ছোয়াচে রোগীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা;

(১৫) হাইওয়ে এলাকায় সংঘটিত অন্যান্য সকল অপরাধ এবং আইন-শৃংখলার অবনতি সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পুলিশ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

(১৬) হাইওয়ে এলাকায় যে কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সে কর্তৃপক্ষের সহিত নিয়মিত পারস্পারিক যোগাযোগ রক্ষা ও সহযোগীতা প্রদান;

(১৭) Highways Act, 1925 (Act No. III of 1925) এর কোন বিধানের লংঘিত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত করণ;

(১৮) হাইওয়ে এলাকায় নির্মাণ, মেরামত, ট্রাফিক সাইন ও চিহ্ন অথবা সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হইলে দ্রুত উহা সামাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;

(১৯) Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ordinance No. LV of 1983) এর বিধান অনুযায়ী হাইওয়ে এলাকায় সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গঠন ও তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলসহ অন্যান্য যে সকল দায়িত্ব পুলিশের উপর অর্পন করা হইয়াছে উহা সম্পাদন;

(২০) কোন আইন বা আইনের ক্ষমতা সম্পন্ন কোন দলিল এর অধীন বা উপযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১০। **হাইওয়ে পুলিশের তদন্ড় শাখার দায়িত্ব**।- (১) হাইওয়ে পুলিশের তদন্ত শাখার দায়িত্ব হইবে হাইওয়ে এলাকায় সংঘটিত সড়ক দূর্ঘটনা ও ট্রাফিক আইন লংঘন সংক্রান্ত অপরাধ সমূহের তদন্ত কার্য পরিচালনা করা।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত মামলাসমূহ তদন্ত কার্য পুলিশ রেগুলেশনের অধ্যায় ৯ এ বর্ণিত বিধন অনুসারে পরিচালনা করিতে হইবে।

(৩) আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে কেস ডায়েরী (Case Diary) এর একটি অনুলিপি হাইওয়ে পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (জোন) এর দপ্তর সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১১। হাইওয়ে পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (জোন) এর দায়িত্ব।- হাইওয়ে পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (জোন) এর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(১) জেলা পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল) এর অনুরূপ দায়িত্ব পালন;

(২) যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পুলিশ সুপারকে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারকে দ্রুত অবহিত করা সহ নিজে দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা;

(৩) তাহার অধীনস্থ ইউনিটসমূহে পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে বি.পি.ফরম নং ১২৮ অনুযায়ী নিয়মিত মাসিক প্রতিবেদন হাইওয়ে পুলিশ সুপারের নিকট দাখিল করা;

(৪) তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যক্রম তদারকি করা এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা।

১২। হাইওয়ে থানার পুলিশ পরিদর্শক এর দায়িত্ব।- হাইওয়ে থানার পুলিশ পরিদর্শক এর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(১) সংশ্লিষ্ট থানার আওতাধীন এলাকার ফাঁড়ি সমূহে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের দায়িত্ব তদারকি;

(২) অধিনস্থ হাইওয়ে পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত কুচকাওয়াজ ও শৃংখলা এবং থানা ও ফাড়িঁর চৌহদ্দির পরস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করণ;

(৩) থানা এলাকায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যান্ড, ফেরী ও স্টপেজ নিয়মিত পরিদর্শনসহ ঐ সকল স্থানে তাহার অধীনস্থ থানা বা ফাঁড়ি হইতে নিয়মিত পেট্রোল টহল প্রদান নিশ্চিত করণ;

(৪) থানার সকল রেজিস্টার ও তালিকা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) থানায় রক্ষিত অস্ত্র ও গোলা-বারুদ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) তাঁহার নিকট তদন্তের জন্য ন্যস্ত মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ;

(৭) প্রতিদিন তাহার প্রাত্যহিক বৃত্তান্ত বি. পি. ফরম নং- ১৮ অনুযায়ী সহকারী পুলিশ সুপার (জোন) এর মাধ্যমে পুলিশ সুপারের নিকট দাখিল করা;

(৮) তাঁহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে ট্রাফিক দূর্ঘটনা রোধকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ;

(৯) ট্রাফিক দুর্ঘটনার বিবরণী (হ্রস-বৃদ্ধির তুলনাসহ) হাইওয়ে পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপারের মাধ্যমে পুলিশ সুপারের নিকট দাখিল করা।

১৩। হাইওয়ে ফাঁড়ির ইনচার্জ এর দায়িত্ব।- হাইওয়ে ফাঁড়ির ইনচার্জ এর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(১) ফাঁড়িতে কর্তব্যরত সকল অফিসার বা ফোর্স এর ডিউটি বন্টন;

(২) এলাকার নির্দিষ্ট পেট্রোল স্কীম অনুযায়ী টহল ব্যবস্থা তদারকিসহ নিজেকেও টহল ডিউটিতে নিয়োজিত করা;

(৩) বাস ষ্টেশন, বাস ও ট্রাক টার্মিনাল এবং অপরাধ প্রবণ এলাকাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা;

(৪) ফাঁড়িতে নিয়োজিত অফিসার বা ফোর্সের কুঁচকাওয়াজ ও শৃঙ্খলা এবং ফাঁড়ির চৌহদ্দির পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা;

(৫) ফাঁড়িতে ইস্যুকৃত সকল প্রকার অস্ত্র, গোলাবারুদ, রেজিষ্টার ও কাগজপত্রের নিরাপত্তা ও হালনাগাদ রক্ষনাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ অস্ত্রাগারের চাবি নিজ দায়িত্বে রাখা;

(৬) রাস্তায় বড় ধরণের কোন প্রতিবন্ধকতা বা আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কিছু দেখা দিলে তিনি সাথে সাথে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে অবহিত করণসহ যানজট নিরসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) ফাঁড়িতে রক্ষিত সকল রেজিষ্টার ও কাগজপত্রের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) প্রতিদিন তাঁহার প্রাত্যহিক বৃত্তান্ত বি. পি. ফরম নং-১৮ অনুযায়ী মোতাবেক থানার পুলিশ পরিদর্শকের মাধ্যমে সহকারী পুলিশ সুপার (জোন) এর নিকট দাখিল করা;

(৯) এলাকার ডাকাতি, দস্যুতা ও অন্যান্য অপরাধে নিয়োজিত কুখ্যাত অপরাধীদের সম্পর্কে অবহিত থাকাসহ উক্ত বিষয়ে অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত (Crime Data-Base) রক্ষনাবেক্ষণপূর্বক প্রয়োজনে সিআইডি কর্তৃক প্রকাশিত কুখ্যাত অপরাধীদের ছবি পর্যালোচনা করা।

১৪। জেলা পুলিশের পুলিশ সুপারের সহিত সহযোগীতা।- পুলিশ সুপার তাহার দায়িত্বাধীন এলাকায় জেলার পুলিশ সুপারের সহিত অপরাধ দমন ও উদ্‌ঘাটনের স্বার্থে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং প্রতি ৩ মাসে অন্ততঃ একবার আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হইবেন।

১৫। হাইওয়ে পুলিশের অধিক্ষেত্রে জেলা পুলিশের কর্তৃত্ব।- (১) এই বিধিমালায় হাইওয়ে পুলিশের জন্য যে সকল দায়িত্ব নির্ধারণ করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে জেলা পুলিশের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না, তবে জেলা পুলিশ যে কোন সময় হাইওয়ে পুলিশের অনুপস্থিতে হাইওয়ে এলাকায় প্রাথমিকভাবে আপদকালীন যে কোন সমস্যা মোকাবেলা করিবে।

(২) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং হাইওয়ে পুলিশের আওতা বহির্ভূত অপরাধ তদন্তের জন্য জেলা পুলিশ হাইওয়ে পুলিশের অধিক্ষেত্রে কর্তব্য পালন করিবে, সেইক্ষেত্রে হাইওয়ে পুলিশ জেলা পুলিশকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে এবং উক্তরূপ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জেলা পুলিশের নেতৃত্বে হাইওয়ে পুলিশ কাজ করিবে।

১৬। তথ্য আদান-প্রদান।- (১) হাইওয়ে থানা বা হাইওয়ে ফাঁড়ি সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের নিকট অপরাধ দমন ও উদ্‌ঘাটনের বিষয়ে সকল প্রকার তথ্য আদান-প্রদানসহ অপরাধীদের চলাফেরা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রেরণ করিবে।

(২) হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা তদন্ত এবং দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত বিষয়ে থানার একটি সহযোগী ইউনিট হিসাবে হাইওয়ে ফাঁড়িতে নিয়োজিত সকল হাইওয়ে পুলিশকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করিবে।

(৩) হাইওয়ে থানার পরিদর্শক বা ফাঁড়ির ইনচার্জ তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ, নাশকতামূলক কার্যকলাপ এবং হাইওয়ে পুলিশের দায়িত্বের আওতা-বহির্ভূত অপরাধ বা অপরাধীদের তথ্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়মতভাবে প্রদান করিবে।

১৭। হাইওয়ে পুলিশের অধিক্ষেত্রের বাহিবে তদন্ড, ইত্যাদি।- (১) হাইওয়ে পুলিশ কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তারা নিজ অধিক্ষেত্রের বাহিরে অথবা থানা বা ফাঁড়ির সংশ্লিষ্ট থানা এলাকার মধ্যে হাইওয়ে এলাকায় সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, অনুসন্ধান, আসামী গ্রেফতার এবং পরোয়ানা তামিলের জন্য উক্ত থানার অফিসার হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়মিত অবহিত রাখিতে হইবে।

(২) নিজ অধিক্ষেত্রের বাহিরে অন্য এলাকায় অনুরূপ কাজের জন্য হাইওয়ে থানার পুলিশ পরিদর্শক ও ফাঁড়ির ইনচার্জ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে।

১৮। আসামী গ্রেফতার এবং মালামাল উদ্ধারের ক্ষেত্রে কর্তব্য।- (১) জেলা পুলিশ কর্তৃক তদন্তাধীন কোন মামলার অভিযুক্ত কোন আসামী হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার করা হইলে অথবা কোন মালামাল উদ্ধার হইলে সেই বিষয়টি অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিতকরণসহ গ্রেফতারকৃত আসামীও উদ্ধারকৃত মালামাল উক্ত থানায় হস্থান্তর করিতে হইবে।

(২) হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক তদন্তাধীণ কোন মামলার অভিযুক্ত কোন আসামী জেলা পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার করা হইলে অথবা কোন মালামাল উদ্ধার হইলে সেই বিষয়টি অনতিবিলম্বে হাইওয়ে পুলিশের সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে অবহিত করিতে হইবে।

১৯। পলাতক আসামীর ক্ষেত্রে কর্তব্য।- হাইওয়ে এলাকায় সংঘটিত অপরাধের অভিযুক্ত কোন আসামী পলাতক থাকিলে সেই ক্ষেত্রে হাইওয়ে পুলিশ সংশ্লিষ্ট পলাতক আসামী যে জেলায় বসবাস করে সেই জেলার জেলা পুলিশ সুপারের নিকট উক্ত পলাতক আসামীর তালিকা (Absconders roll) পুলিশ রেগুলেশনের রেগুলেশন নং-৩৭৮ ও বি. পি. ফরম নং-৬৬ এর বিধান অনুযায়ী প্রেরণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা পুলিশ সুপার উক্ত জেলার পলাতক আসামীর তালিকা রেজিস্টার উহা লিপিবদ্ধপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

২০। নজরদারী।- (১) জেলা পুলিশ সুপারের সহিত আলোচনা ব্যতীত জেলা পুলিশের আওতাধীন এলাকায় বসবাসরত কোন অপরাধীর বিষয়ে পুলিশ সুপার নজরদারী (Survelliance) সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা বা আদেশ জারী করিতে পারিবেন না।

(২) পুলিশ সুপার নজরদারী সংক্রান্ত কোন আদেশ জারী করিলে পুলিশ রেগুলেশন ৬ অধ্যায় অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ উহা কার্যকর করিবে।

(৩) পুলিশ সুপার এর সহিত আলোচনা ব্যতীত জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার কোন ব্যাক্তিকে নজরদারীর আওতা হইতে মুক্ত করিবেন না।

(৪) হাইওয়ে থানা বা ফাঁড়ি যে থানার অন্তর্ভুক্ত সেই থানা এলাকার মধ্যে বসবাসকারী হাইওয়ে অপরাধী সর্ম্পকে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিয়া হাইওয়ে পুলিশ অপরাধীর আবাসস্থল বা বাসস্থান পরিদর্শন করিতে পারিবে।

২১। অপরাধীর ইতিবৃত্ত সংরক্ষণ।- (১) পুলিশ সুপার প্রয়োজন অনুসারে জেলা পুলিশের পুলিশ সুপারের সহিত আলোচনাক্রমে কোন অপরাধীর বিষয়ে বি.পি. ফরম ফরম নং-৮১ অনুযায়ী ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপ ইতিবৃত্ত হাইওয়ে পুলিশ যে থানার এলাকাধীন সেই থানায় রক্ষনাবেক্ষণ করিতে হইবে, তবে ভবঘুরে, ছিন্নমূল অথবা ঠিকানাবিহীন অপরাধীর ক্ষেত্রে অনুরূপ ইতিবৃত্ত সংশ্লিষ্ট হাইওয়ে থানা বা ফাঁড়ি কর্তৃক সংরক্ষন করিতে হইবে।

২২। অপরাধী সনাক্ত করণ।- (১) অপরাধী সনাক্ত করার সুবিধার্থে হাইওয়ে থানা বা ফাঁড়ি যে থানা এলাকায় অবস্থিত উক্ত থানায় সংশ্লিষ্ট হাইওয়ে ফাঁড়ির কনস্টেবল এবং সংশ্লিষ্ট থানা হইতে হাইওয়ে ফাঁড়িতে কনস্টবল পর্যায়ক্রমে মোতায়েন করা হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে কনস্টবল মোতায়েনের ক্ষেত্রে থানার ক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং হাইওয়ে পুলিশের ক্ষেত্রে হাইওয়ে থানার পরিদর্শক বা ফাঁড়ির ইনচার্জ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

২৩। পরামর্শ বই।- (১) প্রত্যেক হাইওয়ে থানা এবং ফাঁড়িতে একটি পরামর্শ বই থাকিবে।

(২) জেলা পুলিশের পরিদর্শনকারী অফিসারগণের পরামর্শ বা অনুরোধ উক্ত বইতে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৩) হাইওয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাহাদের পরিদর্শনকালে উক্ত বই নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করিবেন।

২৪। পরিদর্শন বই।- (১) প্রত্যেক হাইওয়ে থানা এবং ফাঁড়িতে একটি পরিদর্শন বই থাকিবে।

(২) হাইওয়ে এলাকায় চলাচলকারী ব্যক্তিগণ হাইওয়ে থানা এবং ফাঁড়িতে রক্ষিত পরিদর্শন বইতে তাহাদের পরামর্শ, অনুরোধ বা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

২৫। হাইওয়ে এলাকায় ট্রাফিক সাইন স্থাপন ও চিহ্ন প্রদান।- (১) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হইলে জননিরাপত্তার স্বার্থে এবং জরুরী ও আপদকালীন চাহিদার প্রেক্ষিতে হাইওয়ে পুলিশ হাইওয়ে এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ট্রাফিক সাইন স্থাপন ও চিহ্ন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই ক্ষেত্রে যাবতীয় সরকার কর্তৃক পুলিশ সুপারের অনুকূলে বরাদ্দকৃত নির্ধারিত খাত হইতে ব্যয় করা হইবে।

(৩) উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে হাইওয়ে পুলিশ সংশ্লিষ্ট হাইওয়ে এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

২৬। আসামীদের খোরাকী ভাতা।- হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত আসামীদের খোরাকী, যাতায়াত ভাতা, চোরাইমাল উদ্ধার ও পরিবহন এবং মামলার আলামত ইত্যাদি আদালতে উপস্থাপনের জন্য পরিবহন ব্যয়, ক্ষেত্রমত, পুলিশ রেগুলেশনের ৩৩৩ নং রেগুলেশন অনুযায়ী অথবা থানা কর্তৃক প্রচলিত নিয়মে মিটানো হইবে এবং সরকারী নির্ধারিত খাত হইতে উহা পরিশোধ করা হইবে।

২৭। হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা, ইত্যাদি।- (১) হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা ও অন্যান্য বিচারিক দলিল দস্তাবেজ ও নথিপত্র উক্ত থানা বা ফাঁড়িটি জেলা পুলিশের যেই থানার অন্তর্ভুক্ত সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

(২) পুলিশ সুপার কর্তৃক তদন্তকৃত মামলা ও দাখিলকৃত মামলা ও দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে যথাসময়ে উপস্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ সংরক্ষণের জন্য এক বা একাধিক হাইওয়ে পুলিশ অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলা আদালতে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক তদন্তকৃত কিংবা দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা আদালতের কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক বা ইনচার্জ মামলার কার্যক্রম, অগ্রগতি ও ফলাফল যথাক্রমে হাইওয়ে পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (জোন) এবং জেলা পুলিশের সংশ্লিষ্ট সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল)কে অবহিত করিবেন।

(৪) আপীলের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৫) হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিষয়ে কোর্ট অফিসার বি. পি. ফরম নং-১০১ অনুযায়ী দৈনিক বিচারাধীন মামলা (daily under trail case report) সংক্রান্ত প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ আকারে পুলিশ সুপারকে অবহিত করিতে হইবে।

২৮। নগদ অর্থ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ পরিবহন।- (১) হাইওয়ে এলাকাযোগে সকল প্রকার সরকারী নগদ অর্থ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ বা মূল্যবান সামগ্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নেই হাইওয়ে পুলিশকে অবহিত করিবে।

(২) হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই ধরণের সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গেসঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাইওয়ে থানা বা ফাঁড়ি সমূহকে অবহিত করিবে।

(৩) হাইওয়ে পুলিশ নির্ধারিত সময়ে সকল প্রকার সরকারী নগদ অর্থ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ চলাচলকালে সুষ্ঠু চলাচল নিশ্চিত করিবে এবং উক্ত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পরবর্তীতে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

২৯। বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রকাশ।- হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি প্রতি বৎছর নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে বার্ষিক প্রসাশনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে, যথাঃ-

(১) হাইওয়ে এলাকায় সড়ক নিরাপত্তা ও দূর্ঘটনা বিষয়ক; এবং

(২) হাইওয়ে এলাকায় অপরাধ বিষয়ক

৩০। রেজিষ্টার ও অন্যান্য রেকর্ড পত্র রক্ষণাবেক্ষণ।- (১) সকল হাইওয়ে থানা বা ফাঁড়িতে পুলিশ রেগুলেশনের ভলিয়্যুম-২ অনুযায়ী একটি তদন্ত কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার রেজিষ্টার ও রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কাজের সুবিধার্থে একটি থানার জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য রেকর্ডপত্র রিটার্ণ হাইওয়ে থানা বা ফাঁড়িতে সংরক্ষণ করা যাইবে।

৩১। সেতু ও ফেরীতে চলাচলের ক্ষেত্রে টোল অব্যাহতিসহ চলাচলে প্রাধিকার।- হাইওয়ে পুলিশের সকল যানবাহন হাইওয়ে এলাকা বা তদ্‌সংলগ্ন এলাকার মধ্যবর্তী সকলস্থানে সরকারী বা বেসরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত সেতু, মহা সেতু এবং ফেরীতে সকল প্রকার প্রদেয় টোল হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে এবং চলাচলের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবে।

৩২। হাইওয়ে পুলিশের পতাকা ও লোগো।- হাইওয়ে পুলিশ মহা-পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক নির্ধারিত পতাকা ও লোগো ব্যবহার করিবে।

৩৩। পুলিশ সংক্রান্ড় বিধি-বিধান, ইত্যাদির প্রযোজ্যতা।- এই বিধিমালায় বিধান করা হয় নাই এইরূপ বিষয়ে পুলিশের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান, প্রবিধান, রেগুলেশন, আদেশ, নির্দেশ, নীতিমালা, পরিচয়পত্র এবং অফিস-স্মারক এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

নূর মোহাম্মদ
ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংরাদশে সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবুল কাসেম, অতিঃ নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক এর অতিরিক্ত দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd